**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন (খসড়া)**

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরনকল্পে , তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৩৯ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

|  |  |
| --- | --- |
| ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ এবং প্রবর্তন | ১৷ (১) এই আইন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে৷ (২) সমগ্র বাংলাদেশে ইহার প্রয়োগ হইবে৷ (৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে৷ |
| ২। ২০০৬ সালের ৩৯ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন | অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২(২১) এ “নিয়ন্ত্রক বা উপ-নিয়ন্ত্রক বা সহকারী নিয়ন্ত্রক” শব্দগুলির পরিবর্তে “নিয়ন্ত্রক”বা “যুগ্ম নিয়ন্ত্রক”বা “উপ-নিয়ন্ত্রক”বা “সিনিয়র সহকারী নিয়ন্ত্রক” বা “সহকারী নিয়ন্ত্রক” অর্থ ধারা ১৮(১) এর অধীন নিযুক্ত “নিয়ন্ত্রক, যুগ্ম নিয়ন্ত্রক, উপ-নিয়ন্ত্রক, সিনিয়র সহকারী নিয়ন্ত্রক বা সহকারী নিয়ন্ত্রক” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; |
| 3। ২০০৬ সালের ৩৯ নং আইনের ধারা ২ এ উপধারা ৪১,৪২, ৪৩ ও ৪৪ এর সংযোজন | উপধারা (৪১) এ “‘সিটিজেন সার্ভিস ডাটাবেজ’ অর্থ দেশের নাগরিকদের ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পরিচিতি নিশ্চিত করিবার লক্ষে ধারা ২১ এ উল্লিখিত ডেটা সেন্টারে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় বা অন্য কোনো মাধ্যমে প্রাপ্ত জাতীয় পরিচয় পত্র বা এইরুপ ডাটাবেজ (বায়োমেট্রিকসহ) এর ছায়া ডাটাবেজ (Mirror copy) কে বুঝাইবে;” শব্দগুলি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে;  ২(৪২)“ ‘যাচাইকারী কর্তৃপক্ষ’ অর্থ সিটিজেন সার্ভিস ডাটাবেজ হতে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পরিচিতি নিশ্চিত করার লক্ষে ২১(৫) ধারার অধীনে যাচাইকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ”শব্দগুলি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে;  ২(৪৩) **‘‘** ‘ই-সেবা প্রদানকারী’অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি, এজেন্সি, কোম্পানি, পার্টনারশিপ ফার্ম, একক মালিকানাধীন সংস্থা বা এমন অন্য কোন প্রতিষ্ঠান যা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে সেবা প্রদানের জন্য সরকার বা সরকার এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমতি প্রাপ্ত” শব্দগুলি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে;  ২(৪৪) “' ছায়া ডাটাবেস বা Mirror Copy' অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্য পুরনকল্পে নিরবিচ্ছিন্ন ডাটা প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং ডাউনটাইম এড়ানোর জন্য একটি ছায়া ডাটাবেস অথবা অবিকল ডাটাবেজ যা একটি সার্ভারে রক্ষিত থাকিবে’ শব্দগুলি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে; |
| ৪। ২০০৬ সালের ৩৯ নং আইনের ধারা ৬(ক) এর সংযোজন | উক্ত আইনের ধারা ৬ এর পর নিম্নরূপ ধারা ৬(ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা- “ই-চুক্তির আইনগত বৈধতাঃ ৬। (ক) ইলেক্ট্রনিক বিন্যাস বা যোগাযোগ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে চুক্তি প্রণয়নের ক্ষেত্রে, যেখানে প্রস্তাব, প্রস্তাব গ্রহণ, প্রস্তাব এবং স্বীকৃতি প্রত্যাহার, যেমনটিই হোক না কেন, যদি তা ইলেকট্রনিক বিন্যাসে করা হয় বা ইলেকট্রনিক রেকর্ডের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়, যাহাতে চুক্তির সকল উপাদান বিদ্যমান থাকে, তাহলে ইলেকট্রনিক বিন্যাসে বা ইলেকট্রনিক রেকর্ডের মাধ্যমে সম্পাদিত এরুপ চুক্তি বৈধ হিসেবে গন্য হইবে। |
| ৫। ২০০৬ সালের ৩৯ নং আইনের ধারা ৮(ক) এর সংযোজন | উক্ত আইনের ধারা ৮ এর পর নিম্নরূপ ধারা ৮(ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা-  “ই-সেবা প্রদান”  ৮ (ক) (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পুরনকল্পে যথাযথভাবে জনগনকে ই-সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ই-সেবা প্রদানকারীগনকে সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত হইতে হইবে;  (২) ই-সেবা প্রদানকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত সকল ই-সেবা যেন জনগণ সঠিকভাবে এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পেতে পারে, সেজন্য ই-সেবা প্রদানকারীগন তাঁদের প্রদত্ত সেবার মান নিশ্চিত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটার সিস্টেম স্থাপন, অবকাঠামো উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, আপগ্রেড এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবে;  (৩) সরকার, সরকারী গেজেট বা অতিরিক্ত ইলেক্ট্রনিক গেজেট এর মাধ্যমে যে কোন ই-সেবা প্রদানকারীকে সেবার মান নিশ্চিত করিবার জন্য কম্পিউটার সিস্টেম স্থাপন, অবকাঠামো উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, আপগ্রেড এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে;  (৪) ই-সেবা প্রদানকারী, সেবা প্রদানের জন্য সেবা গ্রহীতার নিকট হইতে সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ বা ফিস গ্রহণ করিতে পারিবে;  (৫) সরকার এই ধারায় অধীনে প্রদত্ত ভিন্ন ভিন্ন সেবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সার্ভিস চার্জ বা ফিস নির্ধারণ করে দিতে পারিবে;  (৬) সরকার এই ধারার অধীনে যে কোন ই-সেবা প্রদানকারীকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সেবা প্রদানে বাধ্য করিতে পারিবে, কেউ এর ব্যতিক্রম করিলে তার অনুমোদন বাতিলসহ জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;  (৭) ই-সেবা প্রদানকারীগণ তাদের সকল ধরনের সেবা, হিসাব ও ট্রানজেকশন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করিবে। সরকার ইচ্ছা করিলে যে কোন সময় উক্ত সেবা, হিসাব ও ট্রানজেকশন তলব করিতে পারিবে;  (৮) ই-সেবা প্রদানকারী যে কোন সেবা ও অর্থ লেনদেনের সময় সেবা গ্রহীতার পরিচয় নিশ্চিতপূর্বক সেবা প্রদান করিবে এবং একইসাথে গ্রাহক তথ্যের গোপনীয়তা ও সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। |
| ৬। ২০০৬ সালের ৩৯ নং আইনের ধারা ৯ (ক) এর সংযোজন | উক্ত আইনের ধারা ৯ এর পর নিম্নরূপ ধারা ৯(ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা-  ৯ (ক) ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড নিরীক্ষাঃ  যে সব ক্ষেত্রে বর্তমানে বলবৎ কোনো আইনের মাধ্যমে দলিল, রেকর্ড, নথি, আর্থিক বিবরণী বা তথ্যাদি নিরীক্ষার বিধান রয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক বিন্যাসে রক্ষিত দলিল, রেকর্ড, নথি, আর্থিক বিবরণী বা তথ্যাদির ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হইবে। এরুপ নিরীক্ষার ক্ষেত্রে এক্সটারন্যাল এবং ইন্টারন্যাল নিরীক্ষকের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা যাইবে; |
| ৭। ২০০৬ সালের ৩৯ নং আইনের ধারা ৯ (খ) এর সংযোজন | উক্ত আইনের ধারা ৯ এর পর নিম্নরূপ ধারা ৯(খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা-  ৯(খ) ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামতঃ  কোনো আদালত বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থাপিত ইলেক্ট্রনিক বিন্যাস বা ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত প্রয়োজন হইলে সরকার সংশ্লিষ্ট সংস্থা, এজেন্সি বা অধিদপ্তরকে উক্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদানের জন্য দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে। |
| ৮। ২০০৬ সালের ৩৯ নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন | উক্ত আইনের ধারা ১১ এর শেষে “তবে শর্ত থাকে যে-” শব্দগুলি অন্তর্ভুক্তির পর নিম্নরূপ উপধারা ক ও খ সন্নিবেশিত হইবে, যথা-  ক) ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে কোন দলিল গ্রহণ, ইস্যু, প্রস্তুত, সংরক্ষণ বা ইলেক্ট্রনিক বিন্যাসে যে কোন প্রকার আর্থিক লেনদেন বা অন্য কোনো দলিল হস্তান্তর বা সত্যায়ন করিতে হইলে যেখানে হাতে লেখা স্বাক্ষর সংযুক্ত করার বিধান রয়েছে সেখানে অবশ্যই ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সংযুক্ত করিয়া সত্যায়ন করিতে হইবে, যাহাতে উহা বরাত হিসাবে পরবর্তীতে ব্যবহার করা যায়;  খ) সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর বা কোন আইনের অধীন সৃষ্ট কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ বা সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বা সরকারী অর্থে প্রতিষ্ঠিত কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে কোন দলিল গ্রহণ, ইস্যু, প্রস্তুত, সংরক্ষণ বা ইলেক্ট্রনিক বিন্যাসে যে কোন প্রকার আর্থিক লেনদেন বা ই-সেবা প্রদান করার জন্য যখন কোনো সিস্টেম বা অবকাঠামো স্থাপন বা উন্নয়ন করিবে সেখানে অবশ্যই ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সংযুক্ত করিয়া সত্যায়ন করিবার কারিগরি সুবিধা নিশ্চিত করিবে, যাহাতে জনগন ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর ব্যবহার করিতে পারে।  তবে শর্ত থাকে যে, যে সব প্রতিষ্ঠান ইতোপূর্বে এরূপ সিস্টেম বা অবকাঠামো স্থাপন বা উন্নয়ন করেছে, তাহারা এই আইন কার্যকর হইবার পর পর্যায়ক্রমে তাহাদের সিস্টেম বা অবকাঠামোতে ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সংযুক্ত করিয়া সত্যায়ন করিবার কারিগরি সুবিধা পর্যায়ক্রমে নিশ্চিত করিবে। |
| ৯। ২০০৬ সালের ৩৯ নং আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন | উক্ত আইনের ধারা ১৮ এর উপধারা ১ এর “১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, সরকারী গেজেটে এবং তদতিরিক্ত ঐচ্ছিকভাবে ইলেকট্রনিক গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, একজন নিয়ন্ত্রক এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক যুগ্ম নিয়ন্ত্রক, উপ-নিয়ন্ত্রক, সিনিয়র সহকারী নিয়ন্ত্রক ও সহকারী নিয়ন্ত্রক নিয়োগ করিবে : তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ প্রজ্ঞাপনের মেয়াদ প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ হইতে এক বৎসরের অধিক হইবে না।” শব্দগুলির পরিবর্তে “এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারী গেজেটে এবং তদতিরিক্ত ঐচ্ছিকভাবে ইলেকট্রনিক গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, একজন “নিয়ন্ত্রক”, প্রয়োজনীয় সংখ্যক যুগ্ম নিয়ন্ত্রক, উপ-নিয়ন্ত্রক, সিনিয়র সহকারী নিয়ন্ত্রক, সহকারী নিয়ন্ত্রক এবং অন্যান্য কর্মচারি নিয়োগ করিবে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে। |
| ১০। ২০০৬ সালের ৩৯ নং আইনের ধারা ১৯ এর সংযোজন | উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর শেষে নিম্নরূপ উপধারা ণ ও ড সন্নিবেশিত হইবে, যথা-  ণ) দেশের সকল নাগরিকের সিটিজেন সার্ভিস ডাটাবেজ সংক্রান্ত কার্যক্রম;  ড) পিকেআই সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করা । |
| ১১। ২০০৬ সালের ৩৯ নং আইনের ধারা ২১(ক) এর সংযোজন | উক্ত আইনের ধারা ২১ এর শেষে শেষে নিম্নরূপ ধারা ২১(ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা-  ২১ (ক) (১) দেশের সকল নাগরিকের NID এর কপি ডাটাবেজ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের জাতীয় ডেটা সেন্টারে সংরক্ষিত থাকিবে;  (২) দেশের সকল নাগরিকের সিটিজেন সার্ভিস ডাটাবেজ এর গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে এমন হার্ডওয়ার, সফটওয়ার এবং অন্য কোন নিরাপদ পদ্ধতি ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে অপব্যবহার ও উহাতে অবাঞ্ছিত প্রবেশ রোধ করা যায় এবং একটি নির্ধারিত মানদন্ড অনুসরণ করিতে হইবে যা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে;  (৩) অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় বা অন্য কোনো মাধ্যম হইতে জাতীয় পরিচয় পত্র বা এইরুপ ডাটাবেজ (বায়োমেট্রিকফিচার) এর ছায়া ডাটাবেজ (Mirror copy) জাতীয় ডাটা সেন্টারে সংরক্ষণপূর্বক নির্ধারিত মানদন্ড অনুসরণ করে দেশের নাগরিকদের ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পরিচিতি নিশ্চিত করার লক্ষে সকল সেবায় উক্ত ডাটাবেজ ব্যবহার করা যাইবে;  (৪) সরকার সিটিজেন সার্ভিস ডাটাবেজ এর মাধ্যমে পরিচয় যাচাইকরন সেবা প্রদান করার জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে যাচাইকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে লাইসেন্স প্রদানের লক্ষ্যে যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে নিয়োগ করিবে।  (৫) যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত যোগ্যতা, দক্ষতা, জনবল, আর্থিক সঙ্গতি এবং নির্ধারিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধাদি থাকা সাপেক্ষে যাচাইকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য নিয়ন্ত্রকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন৷ নিয়ন্ত্রক কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স-  (ক) নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত বৈধ থাকিবে;  (খ) নির্ধারিত শর্তাদি প্রতিপালন সাপেক্ষে প্রদান করিতে হইবে; এবং (গ) উত্তরাধিকারের মাধ্যমে অর্জন বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তরযোগ্য হইবে না৷  (৬) নির্বাচন কমিশন হতে প্রাপ্ত সরকার ডাটাবেজ অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করিতে হইবে। সিটিজেন সার্ভিস ডাটাবেজ এই আইনের ৪৭ ধারা অনুযায়ী সংরক্ষিত সিস্টেম হিসেবে ঘোষিত হইবে।  (৭)যাচাইকারী কর্তৃপক্ষ কোনো অবস্থাতেই সিটিজেন সার্ভিস ডাটাবেজ হতে যাচাইয়ের সময় কোনো তথ্য সংরক্ষণ করিতে পারিবে না।  (৮) যাচাইকারী কর্তৃপক্ষ পরিচালনা, লাইসেন্স প্রাপ্তির যোগ্যতা, ফি, নিরাপত্তা পদ্ধতি, দক্ষতা, জনবল, আর্থিক সঙ্গতি এবং নির্ধারিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধাদি সরকার বিধি, প্রবিধি বা সময়ে সময়ে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্ধারন করিবে। |
| ১২।২০০৬ সালের ৩৯ নং আইনের ধারা ৮৭ এর সংযোজন | উক্ত আইনের ধারা ৮৭ এর উপধারা গ) এর শেষে নিম্নরূপ উপধারা ঘ, ঙ ও চ সন্নিবেশিত হইবে, যথা-  (ঘ) Negotiable Instruments Act 1881 (26 OF 1881) এর section 6 এর “cheque” এর সংজ্ঞায়িত অর্থে কোন ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র বা কৌশল দ্বারা সৃষ্ট "electronic cheque" এবং "truncated cheque" ও অন্তর্ভুক্ত হইবে।  ঙ) THE GENERAL CLAUSES ACT, 1897 (ACT NO. X OF 1897) এর section 3 এর উপধারা ১৬ এ "document" শব্দের সংজ্ঞায়িত অর্থে কোন ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র বা কৌশল দ্বারা সৃষ্ট document ও অন্তর্ভুক্ত হইবে;  চ) THE GENERAL CLAUSES ACT, 1897 (ACT NO. X OF 1897) এর section 3 এর উপধারা ৫২ এ "sign" শব্দের সংজ্ঞায়িত অর্থে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ও অন্তর্ভুক্ত হইবে; |
| ১৩। ২০০৬ সালের ৩৯ নং আইনের ধারা ৮৮ এর সংশোধন | উক্ত আইনের ধারা ৮৮ এর উপধারা ঙ এর “নিয়ন্ত্রক, যুগ্ম নিয়ন্ত্রক, উপ-নিয়ন্ত্রক, সিনিয়র সহকারী নিয়ন্ত্রক,সহকারী নিয়ন্ত্রক নিয়োগের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং চাকুরীর শর্তাবলী” শব্দগুলির পরিবর্তে “নিয়ন্ত্রক ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং চাকুরীর শর্তাবলী” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।  এবং ধারা ৮৮ এর শেষে নিম্নরূপ উপধারা দ ও ধ সন্নিবেশিত হইবে, যথা-  উপধারা (দ) এ “সিটিজেন সার্ভিস ডাটাবেজ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য শর্তাবলী” অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।  উপধারা (ধ) ই-সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য শর্তাবলী। |